গঠন ও বিধি

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

গঠন ও বিধি

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

গঠন ও বিধি

জাতীয় কার্যালয়

গাইড হাউজ, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৪৮৩১৫৫০১, ৪৮৩১৫৫৯২

E-mail : bgguidesho@gmail.com

web : girlguides.org.bd

গঠন ও বিধি
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

স্বত্ব : বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

গাইড হাউজ, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৪০০ বাংলা
এপ্রিল, ১৯৯৩ ইংরেজি

প্রথম সংস্করণ : ৮ চৈত্র, ১৪২০ বাংলা
২২ মার্চ, ২০১৪ ইংরেজি

মুদ্রণ : এসপি এন্টারপ্রাইজ

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত এই গঠন ও বিধি বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের একাদশ ও চতুর্দশ জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে পর্যালোচিত ও গৃহীত। এটি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা বিভাগের ২৯ শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বাংলা মোতাবেক ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৯২ ইং তারিখে সূত্র নং শাঃ ১০/৮- ৩/৯০/৭৩২ - শিক্ষা স্মারকে অনুমোদিত।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত গঠন ও বিধি বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের সাইত্রিশতম জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে চুরান্তভাবে সংশোধিত প্রথম সংস্করণসহ পর্যালোচিত ও গৃহীত। (৮ চৈত্র, ১৪২০ বাংলা; ২২ মার্চ, ২০১৪ খ্রি:)

মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা		পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ এক	এসোসিয়েশনের নাম	৪
অনুচ্ছেদ দুই	উদ্দেশ্যাবলি	৪
অনুচ্ছেদ তিন	ভিত্তি, প্রতিজ্ঞা, নিয়ম, মূলমন্ত্র, ধ্বনি	৫
অনুচ্ছেদ চার	মৌলিক নীতিসমূহ	৮
অনুচ্ছেদ পাঁচ	বিশ্ব সংস্থার সদস্যতা	৮
অনুচ্ছেদ ছয়	শ্রেনিবিভাগ	৯
অনুচ্ছেদ সাত	ধর্মীয় নীতি	৯
অনুচ্ছেদ আট	বহিঃ সম্পর্ক, রাজনৈতিক সম্পর্ক, বাংলাদেশ স্কাউটস্ ও অন্যান্য সংগঠন	৯
অনুচ্ছেদ নয়	প্রকাশ্য প্যারেড	১০
অনুচ্ছেদ দশ	অর্থনীতি, তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমসমূহ	১০
অনুচ্ছেদ এগারো	অর্থ বর্ষ	১৪
অনুচ্ছেদ বার	হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ	১৪
অনুচ্ছেদ তের	সদস্য পদ	১৪
অনুচ্ছেদ চৌদ্দ	প্রধান পৃষ্ঠপোষক	১৫
অনুচ্ছেদ পনের	জাতীয় পরিষদ, ক্ষমতা ও কার্যাবলি, সভা	১৬
অনুচ্ছেদ ষোল	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, সভা, নির্বাচন, শূন্যপদ, জাতীয় কমিশনার, ডেপুটি জাতীয় কমিশনার, কোষাধ্যক্ষ, জেনারেল সেক্রেটারি	১৯
অনুচ্ছেদ সতের	বাজেট ও ব্যাংক হিসাব, অর্থ সংক্রান্ত বিবরণ	২৭
অনুচ্ছেদ আঠারো	আঞ্চলিক পরিষদ, আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটি, আঞ্চলিক কমিশনার	২৮
অনুচ্ছেদ উনিশ	জেলা পরিষদ, জেলা কার্যনির্বাহী কমিটি, জেলা কমিশনার	৩১
অনুচ্ছেদ কুড়ি	স্থানীয় এসোসিয়েশন, স্থানীয় এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটি, স্থানীয় কমিশনার	৩৪
অনুচ্ছেদ একুশ	বিষয়সম্পত্তি	৩৮
অনুচ্ছেদ বাইশ	কোর্ট অব অনার	৩৯
অনুচ্ছেদ তেইশ	সদস্যপদ বাতিল	৩৯
অনুচ্ছেদ চব্বিশ	আপিলের অধিকার	৩৯
অনুচ্ছেদ পঁচিশ	বিধি ও উপবিধি সংশোধনী	৪০
অনুচ্ছেদ ছাব্বিশ	এসোসিয়েশন বাতিলকরণ	৪০

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
গঠন ও বিধি

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭৩ সালের ৩১ নং আইন বলে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন গঠিত হয়েছে। এটি একটি করপোরেট সংস্থা এবং বিধি অনুযায়ী এই এসোসিয়েশনের একটি সাধারণ সিলমোহর থাকবে ও যেকোন স্থাবর সম্পত্তি অর্জন, দখল ও বিক্রয়ের ক্ষমতা থাকবে। বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন যেকোন মামলা দায়ের করতে পারবে অথবা এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে। উপর্যুক্ত আইনের ২য় ধারা বলে এই এসোসিয়েশন সমিতিবদ্ধ হয়েছে এবং ৪র্থ ধারা অনুসারে এই গঠন ও বিধি প্রণীত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ এক

১। নাম :

এই এসোসিয়েশনের নাম হবে 'বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন'।

অনুচ্ছেদ দুই

২। লক্ষ্য/উদ্দেশ্য :

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের লক্ষ্য হচ্ছে মেয়েদের চরিত্র গঠন, আনুগত্য ও আত্মনির্ভরশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দান ও অনুশীলন, অপরের মঙ্গল চিন্তায় উদ্বুদ্ধকরণ, নিজেদের প্রয়োজনে আসবে এমন কাজে প্রশিক্ষণ দান এবং শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের মধ্যে নাগরিকত্ববোধ ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের বিশেষ লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের মেয়েদের শ্রেণি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলকে উত্তম নাগরিক রূপে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে স্রষ্টার প্রতি ভক্তি ও অপরের মঙ্গল কামনার্থে নিজের স্বার্থ ত্যাগের মনোবৃত্তি জাগিয়ে তোলা।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মেয়েদের বন্ধুত্ব স্থাপনে উৎসাহিত করা এবং গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস্ আন্দোলনের মৌলিক নীতি সমূহ উপলব্ধি ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করা।

অনুচ্ছেদ তিন

৩। ভিত্তি :

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের ভিত্তি বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস্ সংস্থার প্রতিজ্ঞা ও নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

হলদে পাখির প্রতিজ্ঞা :

আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,

* আমি যথাসাধ্য স্রষ্টা ও দেশের প্রতি
  আমার কর্তব্য পালন করিব।

* প্রতিদিন অপরকে বিশেষ করিয়া
বাড়ির লোককে সাহায্য করিব।

হলদে পাখির নিয়ম :

হলদে পাখি গুরুজনকে মান্য করে।

হলদে পাখি নিজের কথায় চলে না।

হলদে পাখির মূলমন্ত্র :

সাহায্য করা।

গাইডের প্রতিজ্ঞা :

আমি আমার আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,

* আমি যথাসাধ্য স্রষ্টা ও দেশের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করিব।
* সর্বদা পরের উপকার করিব।
* গাইডের নিয়মাবলি মানিয়া চলিব।

গাইডের নিয়মাবলি :

গাইডের আত্মমর্যাদা নির্ভরযোগ্য।

গাইড বিশ্বস্ত।

গাইডের কর্তব্য নিজে কার্যোপযোগী হওয়া এবং অপরকে সাহায্য করা।

গাইড সকলের বন্ধু এবং গাইড মাত্রই গাইডের ভগ্নী।

গাইড মাত্রই বিনয়ী।

গাইড জীবের বন্ধু।

গাইড আদেশ পালন করে।

গাইড হাসি মুখে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করে।

গাইড মিতব্যয়ী।

গাইড কথায়, কাজে ও চিন্তায় সর্বদাই নির্মল।

গাইডের মূলমন্ত্র :

সদা প্রস্তুত থাকা।

রেঞ্জারের প্রতিজ্ঞা :

আমি আমার আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,

* আমি যথাসাধ্য স্রষ্টা ও দেশের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করিব।
* সর্বদা পরের উপকার করিব।
* গাইডের নিয়মাবলী মানিয়া চলিব।
* রেঞ্জার হিসেবে আমার প্রধান দায়িত্ব, সেবার মাধ্যমে এই প্রতিজ্ঞাকে আমি বহির্জগতে লইয়া যাইব।

রেঞ্জারের নিয়মাবলি :

গাইডের আত্মমর্যাদা নির্ভরযোগ্য।

গাইড বিশ্বস্ত।

গাইডের কর্তব্য নিজে কার্যোপযোগী হওয়া এবং অপরকে সাহায্য করা।

গাইড সকলের বন্ধু এবং গাইড মাত্রই গাইডের ভগ্নী।

গাইড মাত্রই বিনয়ী।

গাইড জীবের বন্ধু।

গাইড আদেশ পালন করে।

গাইড হাসি মুখে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করে।

গাইড মিতব্যয়ী।

গাইড কথায়, কাজে ও চিন্তায় সর্বদাই নির্মল।

রেঞ্জারের মূলমন্ত্র :

সমাজ সেবা।

যুবানেত্রী :

যুবানেত্রীর প্রতিজ্ঞা :

আমি আমার আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,

* আমি যথাসাধ্য স্রষ্টা ও দেশের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করিব।

* সর্বদা পরের উপকার করিব।

* গাইডের নিয়মাবলী মানিয়া চলিব।

* যুবানেত্রী হিসেবে আমার প্রধান দায়িত্ব, নেতৃত্ব ও সেবার মাধ্যমে এই প্রতিজ্ঞাকে আমি আভ্যন্তরীন ও বহির্জগতে লইয়া যাইব।

যুবানেত্রীর নিয়মাবলী :

গাইডের আত্মমর্যাদা নির্ভরযোগ্য।

গাইড বিশ্বস্ত।

গাইডের কর্তব্য নিজে কার্যোপযোগী হওয়া এবং অপরকে সাহায্য করা।

গাইড সকলের বন্ধু এবং গাইড মাত্রই গাইডের ভগ্নী।

গাইড মাত্রই বিনয়ী।

গাইড জীবের বন্ধু।

গাইড আদেশ পালন করে।

গাইড হাসি মুখে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে।

গাইড মিতব্যয়ী।

গাইড কথায়, কাজে ও চিন্তায় সর্বদাই নির্মল।

যুবানেত্রীর মূল মন্ত্র :

নেতৃত্ব দান।

মোটো : সর্বস্তরের গাইড সদস্যের মোটো হবে 'প্রতিদিন একটি করে ভালো কাজ করা'।

অনুচ্ছেদ চার

৪। মৌলিক নীতি সমূহ :

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের মৌলিক নীতিগুলি হচ্ছে :

ক) গাইড প্রতিজ্ঞা এবং গাইড বিধি অক্ষণ্ন রাখা।

খ) দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় 'জাতীয় কমিটির' অধীনে আঞ্চলিক, জেলা ও স্থানীয় ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলা। কেন্দ্রীয় জাতীয় কমিটি হবে দেশের বিভিন্ন অংশে বিরাজমান গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি স্বরূপ।

গ) এই আন্দোলনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মেয়েরাই স্বেচ্ছায় যোগদান করতে পারবে।

ঘ) এটি এমন এক আন্দোলন যেখানে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি বা সংস্থার প্রভাব থাকবেনা কিংবা এটি কোন রাজনৈতিক দল ও মতকে সমর্থন দিবেনা।

ঙ) ত্রিপত্র নক্সাকে ব্যাজ হিসেবে ধারণ করা।

চ) পেট্রোল পদ্ধতি বজায় রাখা।

ছ) আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতা বজায় রাখা বিশেষ করে বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস্ সংস্থার এবং বিশ্বের অন্যান্য গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস্ এসোসিয়েশনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা।

জ) এটি একটি স্বেচ্ছা প্রণোদিত বেসরকারী সেবামূলক আন্দোলন।

অনুচ্ছেদ পাঁচ

৫। বিশ্ব সংস্থার সদস্যতা :

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস্ সংস্থার সদস্য।

অনুচ্ছেদ ছয়

৬। শ্রেণি বিভাগ :

মেয়েদের বয়স ও মানসিকতার ওপর ভিত্তি করে এই আন্দোলনকে নিম্ন লিখিত চারটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে।

ক) হলদে পাখি ৬ হতে ১০ বৎসর

খ) গাইড/সি গাইড ১১ হতে ১৫ বৎসর

গ) রেঞ্জার/সি রেঞ্জার ১৬ হতে ২৬ বৎসর

ঘ) যুবানেত্রী ২৭ হতে ৩০ বৎসর।

হলদে পাখির দলকে ঝাঁক, গার্ল গাইডস্ দলকে কোম্পানী, রেঞ্জার দলকে ইউনিট এবং যুবানেত্রীর দলকে যুবা গ্রুপ বলা হবে।

অনুচ্ছেদ সাত

৭। ধর্মীয় নীতি :

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের ধর্মীয় নীতি হবে যে কোন ধর্মাবলম্বী মেয়ে/নারী এই এসোসিয়েশনের সদস্য হতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ আট

৮। বহিঃ সম্পর্ক :

ক) বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন কোন সরকারী অথবা বেসরকারী সংস্থা বা সংগঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হবে না।

খ) দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না।

৯। রাজনৈতিক সম্পর্ক :

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন একটি অরাজনৈতিক সংস্থা এবং কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে এই সংস্থা সম্পর্ক রাখতে বা জড়িত হতে পারবে না। এর সদস্যগণ তাদের পোষাক বা ইউনিফর্ম পরে রাজনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন কোন সভা, সমিতি বা মিছিলে অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত এমন কোন কাজে অংশ গ্রহণ অথবা এসোসিয়েশনের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না।

এসোসিয়েশনের কোন সদস্য যদি সংবাদ পত্রে বা অন্য কোন প্রচার মাধ্যমে কোন রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন তবে তা ব্যক্তিগত মতামত বলে বিবেচিত হবে এবং তা এসোসিয়েশনের মতামত রূপে কোন ক্রমেই বিবেচিত হবে না।

১০। বাংলাদেশ স্কাউটস্ :

বাংলাদেশ স্কাউটস্-এর সাথে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের সু-সম্পর্ক থাকবে। তবে বাংলাদেশ স্কাউটস্ ও বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সংগঠন।

১১। অন্যান্য সংগঠন :

অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী জনহিতকর সংস্থা বা সংগঠনের (রেডক্রিসেন্ট, শিশু একাডেমী ইত্যাদি) সাথে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন সুসম্পর্ক রাখবে।

অনুচ্ছেদ নয়

১২। প্রকাশ্য প্যারেড :

ক) স্থানীয়/জেলা/অঞ্চলের কমিশনার-এর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত গাইডগণ রাস্তাঘাটে সম্মিলিতভাবে কুচকাওয়াজ করতে পারবে না।

খ) স্থানীয়/জেলা/অঞ্চলের কশিনারের অনুমতি ব্যতীত কোন কোম্পানী অন্য কোন সংগঠনের সাথে যৌথ সমাবেশ, বাজার, মেলা বা প্রদর্শনী ও দীর্ঘ পথ অতিক্রম ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

গ) স্থানীয়/জেলা/অঞ্চলের কমিশনারের অনুমতি ব্যতীত গাইড মেয়েরা কখনো ক্রয় বিক্রয় করতে পারবে না।

ঘ) এছাড়াও অন্য যে কোন গাইড কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয়/জেলা/আঞ্চলিক কমিশনারকে বিষয়গুলো অবহিত করবেন।

অনুচ্ছেদ দশ

১৩। অর্থ সংক্রান্ত :

এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য আংশিক ভাবে সদস্যদের বার্ষিক চাঁদার উপর নির্ভর করে থাকে।

ক) নীতি সমূহ :

১. আন্দোলনের বিশেষ গুণ বা লক্ষ্য হচ্ছে গাইডরাই অর্থ উপার্জন করবে। কিন্তু এর জন্য হলদে পাখি, গাইড ও রেঞ্জাররা কারো কাছে হাত পাতবে না;

২. এই এসোসিয়েশন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যা আংশিকভাবে নিজস্ব প্রচেষ্টা, নিজস্ব আয়, জনগনের সহযোগিতা, সরকারী অনুদান (গ্র্যান্ট-ইন-এইড) ও বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের শেয়ার মানির উপর নির্ভর করে;

৩. হলদে পাখির ঝাঁক, গাইড কোম্পানী, রেঞ্জার ইউনিট, যুবাগ্রুপ, স্থানীয়, জেলা এসোসিয়েশন, আঞ্চলিক পরিষদ সমূহ সংশ্লিষ্ট কমিশনারের অনুমোদন ক্রমে স্থানীয়ভাবে অর্থ সংস্থানের চেষ্টা করবে;

৪. স্থানীয় জেলা অথবা আঞ্চলিক কমিশনারের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোম্পানী, ঝাঁক, রেঞ্জার ইউনিট এবং যুবাগ্রুপ তহবিল গঠনের জন্য কোন প্রকার অনুষ্ঠানের আয়োজন কিংবা জনসাধারণের নিকট তহবিল সংগ্রহের জন্য কোন প্রকার আবেদন করতে পারবে না;

৫. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত গাইড সদস্য গাইড ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পতাকা দিবস, পুষ্প দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে প্রকাশ্যে কিছু বিক্রয় কিংবা আবেদন পত্র বিলি বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে না;

৬. প্রতি বছর স্থানীয়, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ে গাইডরা মেলা, সংগীতানুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, বিচিত্রানুষ্ঠান, ফলমূল, সব্জি ও পুষ্প প্রদর্শনী ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। এছাড়াও প্রয়োজন হলে প্রতিটি ঝাঁক/কোম্পানী/ ইউনিট ও যুবাগ্রুপ তাদের নিজস্ব তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কমিশনারের লিখিত অনুমতি নিতে হবে;

৭. প্রতিবছর ২২শে ফেব্রুয়ারী "বিশ্ব চিন্তা দিবস" উপলক্ষ্যে ঝাঁক/কোম্পানী/রেঞ্জার ইউনিট/যুবাগ্রুপ সমূহ, জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, অন্যান্য কমিশনার ও গাইড সদস্যগণ জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্ধারিত হার অনুসারে চাঁদা দিবেন;

৮. বিশেষ প্রয়োজন বোধে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মতি সাপেক্ষে এসোসিয়েশন চাঁদা প্রদান করতে পারবে;

৯. প্রত্যেকটি ঝাঁক, কোম্পানী, ইউনিট, যুবাগ্রুপ পর্যন্ত এসোসিয়েশনের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গাইডারের উপর ন্যস্ত থাকবে তবে সংশ্লিষ্ট কমিশনার ঐ সমস্ত হিসাব অডিট করানোর ব্যবস্থা করবেন এবং তার প্রতিলিপি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং এসোসিয়েশনের সদর দফতরে পাঠাবেন। আঞ্চলিক কমিশনার তাঁর অঞ্চলের প্রত্যেকটি ইউনিটের হিসাব এবং অডিটের তত্ত্বাবধান করবেন;

১০. স্থানীয়/জেলা/অঞ্চল এর এসোসিয়েশন নিজেদের তহবিলের ব্যবস্থা করবে এবং সংশ্লিষ্ট কোষাধ্যক্ষ তহবিলের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে দায়ী থাকবেন। সংশ্লিষ্ট কমিশনার হিসাবের অডিট তত্ত্বাবধান এবং অডিটের অনুলিপি আঞ্চলিক ও সদর দফতরে পাঠাবেন;

১১. প্রয়োজন বোধে জাতীয় কমিশনার গাইড সংক্রান্ত যে কোন তহবিলের হিসাব, অডিট এবং পুনঃ অডিট করাতে পারবেন এবং প্রয়োজন বোধে তিনি যে কোন আইন সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

খ) তহবিল সংগ্রহের মাধ্যম সমূহ :

১. জাতীয় তহবিল : প্রত্যেক তালিকাভুক্ত হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার, যুবানেত্রী, কমিশনার এবং অন্যান্য গাইড সদস্যদের প্রত্যেককে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় তহবিলে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ বার্ষিক ক্যাপিটেশন ফিস, বিশ্ব কোটা ও বিশ্ব চিন্তা দিবসের চাঁদা হিসাবে দান করবেন। প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট কমিশনার বছরের ৩১শে মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের জাতীয় কার্যালয়ে এই অর্থ পাঠাবেন। চলতি বছরের রেজিষ্ট্রেশন ফরমে সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী চাঁদা পাঠাতে হবে। নুতন এন্ট্রি/ঝাঁক/কোম্পানি/ইউনিট/যুবা গ্রুপের ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেশন চাঁদা নভেম্বর মাস পর্যন্ত বছরের যে কোনো সময় জমা দেয়া যাবে। ডিসেম্বর মাসে রেজিষ্ট্রেশন বন্ধ থাকবে।

২. বিশ্ব কোটা : বিশ্ব গাইড সংস্থার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস্ সংস্থার সদস্যভুক্ত প্রতিটি দেশের গাইড এসোসিয়েশনের ন্যায় বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনও বিশ্ব সংস্থাকে নির্দিষ্ট হারে চাঁদা দিবে। এই চাঁদা বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক উপরে বর্ণিত খ.১ ধারার অধীনে ক্যাপিটেশন ফিস বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হতে পরিশোধ করা হবে।

৩. বিশ্ব চিন্তা দিবস তহবিল : প্রতি বছর ২২শে ফেব্রুয়ারী (বিশ্ব চিন্তা দিবস) ঝাঁক/কোম্পানী/ইউনিট/যুবা গ্রুপগুলি সমাবেশ এবং সভার আয়োজন করবে এবং বিশ্ব চিন্তা দিবস তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করবে। জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত চাঁদা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে প্রত্যেককে সংশ্লিষ্ট কমিশনারের মাধ্যমে জাতীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। কেউ ইচ্ছে করলে স্বেচ্ছামূলক দান হিসেবে নির্ধারিত হারের উর্দ্ধেও চাঁদা প্রদান করতে পারবেন। নির্ধারিত বিশ্ব চিন্তা দিবসের চাঁদা বিশ্ব সংস্থার অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য দেশের গাইড এসোসিয়েশনের ন্যায় বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনকেও বিশ্ব সংস্থায় পাঠাতে হবে।

৪. এসোসিয়েশনের সদস্যপদ চাঁদা : অঞ্চল, জেলা ও স্থানীয় এসোসিয়েশনের প্রত্যেক সদস্য নিজ এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ স্থানীয় তহবিলে চাঁদা হিসেবে দান করবেন।

৫. এন্ট্রি ফিস : প্রথম দল গঠনের জন্য প্রত্যেক ঝাঁক/কোম্পানী/ ইউনিট এবং যুবা গ্রুপকে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ও কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হারে এন্ট্রি ফিস দিতে হবে।

৬. রেজিস্ট্রেশন ফিস : প্রত্যেক ঝাঁক/কোম্পানী/ ইউনিট এবং যুবা গ্রুপকে প্রতি বছরের শুরুতে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের জাতীয় কার্যালয়ে নির্দিষ্ট ফিস দিয়ে তালিকাভূক্ত হতে হবে। চাঁদার পরিমাণ জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ও কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হারে স্থির হবে। একইভাবে জেলা ও স্থানীয় এসোসিয়েশন সমূহকেও জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ও কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হারে চাঁদা দিয়ে তালিকাভূক্ত হতে হবে।

৭. কাউন্সিল ফিস : জাতীয় কাউন্সিল সভায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সদস্যকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফিস প্রদান করতে হবে। এই ফিসের পরিমাণ জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ও কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হারে স্থির হবে।

৮. ক্যাম্প ফিস : যে কোন ধরনের ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ও কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হারে ক্যাম্প ফিস দিতে হবে।

৯. প্রশিক্ষণ ফিস : যে কোন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ ফিস দিতে হবে। এ ছাড়া প্রয়োজনমত বিশেষ ফিস/চাঁদা কার্যনির্বাহী কমিটি নির্ধারণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ এগার

১৪। অর্থ বছর :

বৎসরের ১লা জুলাই হতে পরবর্তী বছরের ৩০ শে জুন পর্যন্ত সময়কালকে অর্থ বছর রূপে গণ্য করা হবে।

অনুচ্ছেদ বার

১৫। হিসাব নিরীক্ষক (অডিটর) নিয়োগ :

জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের জাতীয় কার্যালয়ের হিসাব নিরীক্ষার জন্য উপযুক্ত পারিতোষিকে হিসাব নিরীক্ষক নিযুক্ত করবেন। জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণ আঞ্চলিক, জেলা এবং অন্যান্য স্থানীয় পরিষদের মাধ্যমে পারিতোষিক প্রদান সাপেক্ষে হিসাব নিরীক্ষক নিযুক্ত করবেন।

অনুচ্ছেদ তের

১৬। সদস্যপদ :

মেয়ে এবং মহিলারাই শুধু এই এসোসিয়েশনের সদস্য হতে পারবেন।

ক) যারা গাইড এবং হলদে পাখির প্রতিজ্ঞায় দীক্ষা প্রাপ্ত এবং এসোসিয়েশনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, নীতি ও সংগঠন, নিয়মাবলী সম্বন্ধে অবহিত আছেন এবং পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করেন তারাই সদস্যপদ লাভের উপযুক্ত।

খ) সদস্যদের মধ্যে থাকবে :

১. রেজিস্ট্রিকৃত ঝাঁক, কোম্পানী, ইউনিট, যুবা গ্রুপ হলদে পাখি, গাইড/সি গাইড, রেঞ্জার/সি রেঞ্জার, যুবানেত্রী ও গাইড সদস্য (গাইডার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অথচ ঝাঁক, কোম্পানী, ইউনিট, যুবা গ্রুপ পরিচালনায় নিয়োজিত নন তাদেরকে ক্যাডেট সদস্য বলা হয়);

২. গাইডার;

৩. কমিশনার;

৪. অঞ্চল, জেলা ও স্থানীয় পরিষদের দীক্ষাপ্রাপ্ত সদস্য;

৫. বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের জাতীয় পরিষদের সদস্য;

৬. কার্যনির্বাহী কমিটি এবং পরিষদের উপকমিটির দীক্ষাপ্রাপ্ত গাইড সদস্য;

৭. দীক্ষাপ্রাপ্ত নিযুক্ত সেক্রেটারী, প্রশিক্ষণদাতা, সংগঠক, তত্ত্বাবধায়ক এবং গার্ল গাইড সংক্রান্ত কার্যাবলীর সাথে সরাসরি জড়িত ব্যক্তি;

গ) বাংলাদেশের অধিবাসী এবং গাইড দীক্ষাপ্রাপ্ত নাগরিকই এসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন;

ঘ) বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্-এর কার্যক্রমের সঙ্গে কোন বিদেশীনিকে গাইড সদস্য হিসেবে জড়িত করতে হলে তাকে এ দেশীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে;

ঙ) এসোসিয়েশনের সদস্যপদ গ্রহণ স্বেচ্ছামূলক। কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে সদস্য হতে কিংবা সম্মেলনে যোগদান করতে বাধ্য করা যাবেনা। তবে এসোসিয়েশনের প্রতিটি সদস্যকে গঠনতন্ত্র, বিধি ও উপবিধি মেনে চলতে হবে।

অনুচ্ছেদ চৌদ্দ

১৭। প্রধান পৃষ্ঠপোষক :

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকবেন।

ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে এসোসিয়েশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হবেন;

খ) দেশে গাইড আন্দোলনের সকল প্রেরণার উৎস হিসেবে জাতীয় এবং দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক, হলদে পাখি, গাইড ও রেঞ্জার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি উৎসাহ প্রদান করবেন।

অনুচ্ছেদ পনের

১৮। জাতীয় পরিষদ :

জাতীয় পরিষদের উপর বাংলাদেশ গাইড আন্দোলনের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা ও পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকবে। এই পরিষদ নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠিত হবে-

ক) জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটির ঊনত্রিশজন সদস্য। অঞ্চলের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে;

খ) আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটির দুইজন সদস্য, প্রতি অঞ্চলের সকল জেলা কমিশনার, প্রতি অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার কর্তৃক মনোনীত ১০(দশ) জন স্থানীয় কমিশনার, ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য এবং একজন যুবানেত্রী। সর্বমোট প্রতিনিধির মধ্যে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আসতে হবে এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের ঝাঁক, কোম্পানী এবং ইউনিটকে অবশ্যই নিবন্ধনভূক্ত হতে হবে;

গ) জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটির প্রত্যেক উপকমিটির সভানেত্রী এবং একজন সদস্য;

ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে গাইড প্রতিজ্ঞাবদ্ধ একজন মহিলা প্রতিনিধি থাববেন। (তার কোন ভোটাধিকার থাকবে না);

ঙ) প্রত্যেক অঞ্চল হতে রেঞ্জার কাউন্সিল সদস্যভূক্ত দু'জন রেঞ্জার (ভোট ছাড়া);

চ) গাইড সংক্রান্ত কার্যাবলীর সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িত এসোসিয়েশনের সকল দীক্ষাপ্রাপ্ত কর্মরত মহিলা (ভোট ছাড়া);

জাতীয় কমিশনার পদাধিকার বলে জাতীয় পরিষদের সভাপতিত্ব করবেন। নির্বাচনী অধিবেশনে জাতীয় কমিশনারের পরিবর্তে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে থেকে একজনকে মনোনীত করা হবে।

১৯। জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী :

ক) গার্ল গাইডস্ আন্দোলনকে উৎসাহিত ও সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে গাইড নীতি ও মানের পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা।

খ) গঠনবিধির বিধান অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করা।

গ) কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদ, জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্য অথবা সদস্যদের বিরুদ্ধে যে কোন আনীত অভিযোগ বিবেচনা এবং চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

ঘ) বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করার জন্য বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস্ সংস্থা ও সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজন মত বিধি ও উপবিধি তৈরী করার এবং প্রয়োজন বোধে সেগুলি পরিবর্ধন, স্থগিত অথবা বাতিল করার ক্ষমতা জাতীয় পরিষদের থাকবে।

ঙ) জাতীয় পরিষদ বাৎসরিক কার্য বিবরণী ও বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের অডিটকৃত হিসাব গ্রহণ করবে এবং বাৎসরিক বাজেট অনুমোদন করবে।

চ) জাতীয় পরিষদ প্রতি তিন বৎসর অন্তর জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নিম্নলিখিত সদস্যদের নির্বাচিত করবে :

১. জাতীয় কমিশনার

২. কোষাধ্যক্ষ

৩. কার্যনির্বাহী কমিটির একুশজন সদস্য

৪. কমপক্ষে দুই'জন অনুর্ধ্ব ত্রিশ বৎসর বয়সের যুবা সদস্য।

২০। সভা :

ক) জাতীয় পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময় অনুসারে জাতীয় পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী কমপক্ষে এক মাস পূর্বে জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে সভার আলোচ্যসূচি অবহিত করবেন;

খ) যদি কোন সদস্য কোন বিশেষ বিষয় জাতীয় পরিষদে উপস্থাপন করতে চান তা হলে তাকে কমপক্ষে ছয় সপ্তাহ পূর্বে জেনারেল সেক্রেটারীর নিকট লিখিত অনুরোধ জানাতে হবে এবং জাতীয় কমিশনারের অনুমতি সাপেক্ষে তা সাধারণ সভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে;

গ) জাতীয় কমিশনারের অনুরোধক্রমে কিংবা পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত অনুরোধে জাতীয় পরিষদের সাধারণ সভা আহবান করা যেতে পারে। এইরূপ সভার সময় তারিখ ও স্থান জাতীয় কমিশনার নির্ধারণ করবেন। জেনারেল সেক্রেটারী কমপক্ষে দুই সপ্তাহ পূর্বে সব সদস্যকে এ ধরণের বিশেষ সাধারণ সভা এবং তার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত করবেন;

ঘ) শতকরা পঁচিশভাগ ভোট দানকারী সদস্য কোরাম গঠন করবেন এবং প্রতিটি উপস্থিত সদস্যের একটি করে ভোট থাকবে।

২১। নির্বাচন :

নির্বাচন বৎসরে বার্ষিক সাধারণ সভার শেষ দিন জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন বিধি অনুসারে গোপন ব্যালটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

অনুচ্ছেদ ষোল

২২। (ক) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি :

জাতীয় পরিষদ জাতীয় কমিশনার, কোষাধ্যক্ষ এবং অন্য সদস্যদের নির্বাচন করার পর জাতীয় কমিশনার কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভার অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দফতরের দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

জাতীয় কমিশনার পদাধিকার বলে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্ন লিখিত উনত্রিশজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে :

১. জাতীয় কমিশনার;

২. ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (ক) প্রশাসন (খ) প্রোগ্রাম;

৩. কোষাধ্যক্ষ;

৪. সহযোগী কোষাধ্যক্ষ;

৫. আন্তর্জাতিক কমিশনার;

৬. প্রশিক্ষণ কমিশনার;

৭. ক্যাম্প কমিশনার;

৮. রেঞ্জার কমিশনার;

৯. গাইড কমিশনার;

১০. হলদেপাখি কমিশনার;

১১. অর্থ কমিশনার;

১২. প্রকল্প কমিশনার;

১৩. প্রকাশনা কমিশনার;

১৪. জনসংযোগ ও প্রচার কমিশনার;

১৫. আঞ্চলিক কমিশনার (নয় জন);

১৬. সম্প্রসারণ গাইড কমিশনার;

১৭. কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন আইনবিদ সদস্য, একজন চিকিৎসাবিদ সদস্য এবং দুইজন সমাজবিদ সদস্য।

জেনারেল সেক্রেটারী

২২। (খ) উপদেষ্টা :

জাতীয়/অঞ্চল/জেলা/স্থানীয় এসোসিয়েশনে প্রয়োজন বোধে একজন মহিলা উপদেষ্টা নেয়া যেতে পারে।

২৩। ক্ষমতা ও কার্যাবলি :

জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের কার্য পরিচালনা করবে :

ক) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি জাতীয় পরিষদের নিকট হতে প্রাপ্ত ক্ষমতা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করবে এবং জাতীয় পরিষদের পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত স্থগিত রাখা সম্ভব নয়, এইরূপ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

খ) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের সকল প্রকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিচালনা করবে এবং এসোসিয়েশনের তহবিল হতে অর্থ সরকারী জামানতে বিনিয়োগ করতে পারবে;

গ) বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উন্নীতকরণ এবং সাফল্যমন্ডিত করার নিমিত্তে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি মঞ্জুরী, চাঁদা ও অনুদান গ্রহণ এবং খরচাদি করার সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হবে;

ঘ) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এসোসিয়েশনের পক্ষ হতে ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর ও আলোচনা এবং সরকারী জামানত লেনদেন করার জন্য জাতীয় কমিশনারসহ জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্যকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে;

ঙ) যে কোন বিশেষ কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন বোধে উপ কমিটি গঠন এবং এর সভানেত্রী ও সদস্যদের নিয়োগ করার ক্ষমতা জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির থাকবে;

চ) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি একজন আইনবিদ, একজন চিকিৎসাবিদ ও দুইজন সমাজবিদ সদস্য জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করবে;

ছ) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি জাতীয় কমিশনার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্তিকরণ অনুমোদন করবেন;

জ) এসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয়ে এবং অন্যান্য কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরী ও বেতনের শর্তাবলি নির্ধারণ করার ক্ষমতা জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে;

ঝ) পুনঃ নির্বাচন এবং দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন;

ঞ) বিশেষ প্রয়োজন বোধে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি "কোর্ট অব অনার" সভার মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান এবং প্রয়োজন বোধে বিধিগত ব্যবস্থা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

২৪। সভা :

ক) বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের জাতীয় কমিশনার পদাধিকার বলে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জাতীয় কমিশনারের অনুপস্থিতিতে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির উপস্থিত সদস্যগণ তাদের মধ্য হতে একজন সদস্যকে সভানেত্রী হিসেবে মনোনীত করবেন;

খ) জাতীয় কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত সময়, তারিখ এবং স্থান অনুসারে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সভায় বসবে। জেনারেল সেক্রেটারী এ ধরণের সভার সময়, তারিখ ও স্থান এবং তার কার্যাবলী সম্পর্কে কমপক্ষে একমাস পূর্বে প্রত্যেক সদস্যকে জানিয়ে দিবেন। জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি বছরে কমপক্ষে তিনবার সভায় বসবে;

গ) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কোরাম গঠনের জন্য মোট এক তৃতীয়াংশ সদস্য সংখ্যার প্রয়োজন হবে;

ঘ) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য যদি বৈধ কারণ ব্যতিরেকে পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন তবে তাঁর সদস্যপদ স্বাভাবিকভাবে বাতিল হয়ে যাবে। অনুপস্থিতির বৈধ কারণ থাকলে তা পূর্বেই লিখিত ভাবে জেনারেল সেক্রেটারিকে জানাতে হবে;

ঙ) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো কর্তব্য সম্পাদনের প্রয়োজন দেখা দিলে তার সভানেত্রীর নির্দেশে জেনারেল সেক্রেটারী কমিটির সদস্যদের কাছে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করবেন এবং এই ধরনের কমিটির দুই তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে কোন লিখিত প্রস্তাব বৈধ ও কার্যকর হবে এবং ধরে নিতে হবে যে উক্ত কমিটি কর্তৃক যথাযথ ভাবে আহুত কোন সভায় প্রস্তাবটি পেশ করা হয়েছে;

চ) জাতীয় কমিশনার বিশেষ প্রয়োজন বোধে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভা আহ্বান করতে পারবেন।

২৫। জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন :

ক) নির্বাচনী বছর জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের প্রথম দিনে জাতীয় পরিষদ উপস্থিত সদস্যদের মধ্য হতে একজন সভানেত্রী সহ তিন অথবা পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচনী কমিটি গঠন করবেন। নির্বাচনী বিধি অনুসারে এই কমিটি ব্যালটের মাধ্যমে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করবেন;

খ) নির্বাচনী কমিটির সভানেত্রী ও সদস্যবৃন্দ জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না;

গ) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ তিন বৎসরের জন্য তাদের পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন এবং পরবর্তী নির্বাচনে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। তবে একই ব্যক্তি জাতীয় কমিশনার ও কোষাধ্যক্ষ পদে পর পর দু'বারের বেশী উক্ত পদপ্রার্থী হতে পারবেন না;

ঘ) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক সদস্যকে অবশ্যই গাইড দীক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে। তাঁকে অন্ততঃপক্ষে চার বছর এ দেশের গার্ল গাইড আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত কোন পদে অধিষ্ঠিত হতে হবে এবং গাইড নির্বাচনের ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যেককে অবশ্যই 'কমিশনার প্রশিক্ষণ' নিতে হবে। অন্যথায় তাহার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যপদ স্বাভাবিক ভাবেই বাতিল হয়ে যাবে;

ঙ) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যকালের মেয়াদ হবে তিন বছর।

২৬। শূন্যপদ :

কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্যের অবসর গ্রহণ, বদলী, পদত্যাগ, মৃত্যুর দরুন অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ তার পদ শূন্য হলে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় কমিশনার সেই পদে কমিটির সদস্যদের মধ্য হতে একজনকে মনোনীত করবেন এবং প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির বাইরে থেকে একজন গাইড সদস্যকে মনোনীত করতে পারবেন। জাতীয় কমিশনারের পদের বেলায় পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন জাতীয় কমিশনারের পদটি পূরণ করতে হবে।

২৭। জাতীয় কমিশনার :

গাইড আন্দোলনের লক্ষ্যাবলীর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের উদ্দেশে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন পরিচালনায় সর্বাধিক যোগ্যতা রয়েছে এমন সদস্যকে জাতীয় পরিষদ জাতীয় কমিশনার নির্বাচিত করবেন। জাতীয় কমিশনারকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া ছাড়াও গার্ল গাইড আন্দোলন সংক্রান্ত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। জাতীয় কমিশনার প্রতি তিন বছর অন্তর জাতীয় পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

২৮। ক্ষমতা ও দায়িত্ব :

জাতীয় কমিশনার বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী হবেন। গঠনতন্ত্র ও বিভিন্ন বিধি ও উপ-বিধি দ্বারা তাঁর উপর যে সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা তিনি এসোসিয়েশনের সর্ব প্রধান নির্বাহী হিসেবে গাইড আন্দোলন এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী সাফল্যমন্ডিত করার জন্য প্রয়োগ ও পালন করবেন;

ক) জাতীয় কমিশনার পদাধিকার বলে জাতীয় পরিষদের সকল সভায় সভানেতৃত্ব করবেন। তবে নির্বাচনী বছরে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে সভানেতৃত্ব করার নিমিত্তে জাতীয় কমিশনারের পরিবর্তে উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে সভানেত্রী মনোনয়ন করা হবে;

খ) তিনি পদাধিকার বলে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভানেত্রী হিসেবে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি পরিচালনা করবেন;

গ) জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করার দায়িত্ব জাতীয় কমিশনারের উপর ন্যস্ত থাকবে;

ঘ) জাতীয় কমিশনার বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের প্রশাসনিক দক্ষতা পরিবর্ধন করার জন্য গঠনতন্ত্র, বিধি ও উপ-বিধি অনুসারে যে- কোন আইন সঙ্গত সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন;

ঙ) জাতীয় কমিশনার জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব অর্পণ ও পূনর্বন্টন করতে পারবেন;

চ) জাতীয় কমিশনার এসোসিয়েশনের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং কমিশনারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী প্রদান করবেন। জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন ক্রমে তিনি কমিশনারদের বরণ পত্র প্রদান বা প্রত্যাহার করতে পারবেন;

ছ) যদি কোন সদস্য গাইড আন্দোলনের পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত হন বা এসোসিয়েশনের শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে জড়িত হন তা হলে জাতীয় কমিশনার প্রয়োজন বোধে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে তাকে এসোসিয়েশন হতে বহিষ্কার বা যে-কোন বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন;

জ) এসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয় এবং অন্যান্য কার্যালয়সমূহে এসোসিয়েশনের বেতন ও চাকরী বিধি অনুযায়ী কর্মচারী নিয়োগ ও বেতনাদি প্রদান করার ক্ষমতা জাতীয় কমিশনারের থাকবে;

ঝ) কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জরুরী অবস্থা দেখা দিলে জাতীয় কমিশনার স্বয়ং কমিটির পক্ষ হতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন লাভের জন্য তা জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থিত করতে হবে;

ঞ) জাতীয় কমিশনার জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রয়োজনে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন;

ট) প্রয়োজন বোধে জাতীয় কমিশনার জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত পাঁচ বা সাত সদস্য নিয়ে কোর্ট অব অনার সভা আহবান করে সভানেত্রী হিসেবে উদ্ভুত বিশেষ কোন সমস্যার সমাধান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

ঠ) কোন কমিশনার কোন বৈধ কারণে স্বল্প মেয়াদে ছুটি নিলে তাঁর অনুপস্থিতিতে জাতীয় কমিশনার কার্য সম্পাদনের জন্য জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি হতে উপযুক্ত সদস্যকে ঐ পদের দায়িত্ব সাময়িকভাবে দিতে পারবেন।

ড) জাতীয় কমিশনার বিশেষ প্রয়োজন বোধে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভা আহ্বান করতে পারবেন।

২৯। ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রশাসন, প্রোগ্রাম) :

ডেপুটি জাতীয় কমিশনারগণ প্রশাসনিক এবং গাইড কার্যক্রম সংক্রান্ত সর্ব বিষয়ে জাতীয় কমিশনারকে সহায়তা ও সহযোগিতার মাধ্যমে গার্ল গাইডস্ আন্দোলনের বিকাশ সাধনে সচেষ্ট থাকবেন। তাঁদের উপর ন্যস্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য তারা জাতীয় কমিশনারের নিকট দায়ী থাকবেন।

৩০। ক্ষমতা ও দায়িত্ব :

জাতীয় কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী তারা প্রয়োজনমত নিম্ন লিখিত বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণ করবেন :

ক) প্রশাসন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম;

খ) বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত আপীল শুনানীর জন্য আপীল কমিটির সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন;

গ) বার্ষিক কর্মসূচির প্রতিবেদন প্রস্তুত করণ ;

ঘ) জাতীয় কার্যালয়ে সমাবেশ বা র‍্যালী, সম্মেলন এবং আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন; এবং

ঙ) গাইড আন্দোলনের কর্মসূচি সম্পর্কিত গবেষণা ও মূল্যায়ণ।

জাতীয় কমিশনারের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি জাতীয় কমিশনার সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন।

৩১। কোষাধ্যক্ষ :

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ জাতীয় পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এর অডিট এবং অর্থ সংক্রান্ত সর্ব বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। তিনি জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে জাতীয় পরিষদের বার্ষিক সভার অনুমোদনের জন্য বাজেট উপস্থাপন করবেন। জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত হিসাব নিরীক্ষক বা অডিটর কর্তৃক হিসাব পরীক্ষার পর হিসাবের বিবরণ অনুমোদনের জন্য তিনি জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। তিনি প্রধান স্বাক্ষরকারী হিসেবে চেকে স্বাক্ষর করবেন।

৩২। জেনারেল সেক্রেটারি :

জেনারেল সেক্রেটারী বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের নৈমিত্তিক প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

৩৩। জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব ও কর্তব্য :

ক) জেনারেল সেক্রেটারি জাতীয় কার্যালয়ের সর্ব প্রকার প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনের জন্য জাতীয় কমিশনারের নিকট দায়ী থাকবেন। তিনি বিভিন্ন সভায় গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং অর্পিত কার্যসমূহ সম্পাদন করবেন। তিনি সকল জরুরী বিধি সম্পর্কে জাতীয় কমিশনারকে সর্বদা অবহিত করবেন;

খ) প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে তিনি জাতীয় কার্যালয়ের বিভিন্ন শাখার কার্যাদির তদারক এবং সমন্বয় সাধন করবেন;

গ) তিনি জাতীয় কার্যালয়ের নথিপত্র, দলিল এবং মজুদ সম্পদ সম্পর্কিত সকল বিষয়ের অভিরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন;

ঘ) তিনি জাতীয় পরিষদের সভা, জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা, বর্ধিত সভা, বিশেষ সভা, জরুরী সভা প্রভৃতির বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন এবং আনুসাঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি এই সমস্ত সভার সভা বিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে এই সভা বিবরণী বিতরণ করবেন;

ঙ) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করার কাজে তিনি কোষাধ্যক্ষকে সহায়তা করবেন;

চ) বাজেটে নির্ধারিত খাতওয়ারী খরচের যে-কোন বিল তিনি নিয়মানুযায়ী পরিশোধের জন্য সুপারিশ করবেন;

ছ) জাতীয় কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করবেন এবং এ সম্পর্কে তার মতামত কোষাধ্যক্ষকে অবহিত করবেন;

জ) জেনারেল সেক্রেটারী পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী সম্ভাব্য তহবিল ব্যয় করতে পারবেন;

ঝ) বিশ্ব গাইড সংস্থার বিশ্ব কোটা এবং বিশ্ব চিন্তা দিবসের চাঁদা প্রেরণের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

ঞ) তিনি ঝাঁক, কোম্পানী, রেঞ্জার ইউনিট, যুবাগ্রুপ এবং স্থানীয় এসোসিয়েশন নিবন্ধভুক্ত করবেন;

ট) কমিশনার এবং ওয়ারেন্ট গাইডারদের তিনি জাতীয় কমিশনার কর্তৃক স্বাক্ষরিত বরণ পত্র প্রদান করবেন;

ঠ) কোন গাইডার অন্য কোনো এলাকায় চলে গেলে তিনি সেই গাইডারের বদলিপত্র সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন।

ড) এসোসিয়েশনের সকল কর্মচারী, কর্মকর্তা এবং কমিশনার সম্পর্কিত রেকর্ড রাখবেন। জেনারেল সেক্রেটারীর সকল সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করার অধিকার থাকবে। তবে বেতনভোগী কর্মকর্তা বিধায় তাঁর ভোটাধিকার থাকবে না।

অনুচ্ছেদ সতের

৩৪। বাজেট ও ব্যাংক হিসাব :

ক) বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের অর্থ ব্যাংকে জমা থাকবে এবং জাতীয় পরিষদের অনুমোদিত ও কোষাধ্যক্ষের প্রস্তাবিত বাজেট অনুসারে অর্থ ব্যয় করা হবে;

খ) প্রয়োজন বোধে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটের আওতাধীনে সংশোধিত বাজেট অনুমোদন করতে পারবেন;

গ) বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের নামে এক বা একাধিক ব্যাংক হিসাব থাকবে এবং এসোসিয়েশনের সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের নামেই বিভিন্ন হিসাবে রাখতে হবে। কোষাধ্যক্ষ ও জাতীয় কমিশনার চেকে স্বাক্ষর প্রদান করবেন। জাতীয় কমিশনারের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি জাতীয় কমিশনার চেক-এ স্বাক্ষর করবেন। কোষাধ্যক্ষর অনুপস্থিতিতে সহযোগী কোষাধ্যক্ষ স্বাক্ষর প্রদান করতে পারবেন।

ঘ) বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে কার্যনির্বাহী কমিটি জেনারেল সেক্রেটারী ও অন্য যে-কোন কর্মকর্তা বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের নামে যুক্তভাবে একাউন্ট খুলতে পারবেন এবং একাউন্টে অনুর্দ্ধ ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা জমা রাখতে পারবেন।

৩৫। অর্থ সংক্রান্ত বিবরণ :

কোষাধ্যক্ষ যথাযথ ভাবে প্রত্যায়িত অর্থ সংক্রান্ত বার্ষিক বিবরণ জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে জাতীয় পরিষদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

অনুচ্ছেদ আঠার

৩৬ । আঞ্চলিক পরিষদ :

প্রতিটি গাইড অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদ ও আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে। বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগ ও মেট্রোপলিটন ঢাকা রাজধানী এলাকা নিয়ে গাইড অঞ্চলগুলি গঠিত হবে।

ক) গঠন :

আঞ্চলিক পরিষদে নিম্নলিখিত সদস্যগণ থাকবেন :

১. আঞ্চলিক কমিশনার-সভানেত্রী;

২. অতিরিক্ত আঞ্চলিক কমিশনার;

৩. গার্ল গাইডস্ জেলা কমিশনারগণ;

৪. জেলা/স্থানীয় কমিশনারগণ ও জেলা/স্থানীয় কমিটির একজন স্থানীয় সদস্য;

৫. রেজিস্ট্রিকৃত ঝাঁক, কোম্পানী, ইউনিট, যুবা গ্রুপ-এর গাইডারগণ;

৬. আঞ্চলিক কমিশনার এবং অতিরিক্ত আঞ্চলিক কমিশনারের মধ্যে একজন স্থানীয় বাসিন্দা হবেন;

৭. যুবানেত্রী

খ) কার্যাবলি :

১. আঞ্চলিক পরিষদ অঞ্চলের গাইডিং সম্প্রসারণ, মান উন্নয়ন এবং গাইড আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন;

২. জাতীয় পরিষদ, জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এবং জাতীয় কমিশনারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলি আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর করতে সচেষ্ট থাকবে;

৩. আঞ্চলিক পরিষদ অঞ্চলের বাজেট অনুমোদন করবে এবং অঞ্চল, জেলা ও স্থানীয় হিসাব ও অডিটের তত্ত্বাবধানে থাকবে;

৪. আঞ্চলিক পরিষদ বার্ষিক আঞ্চলিক অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকবে;

৫. আঞ্চলিক পরিষদ জেলা পরিষদগুলির মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করবে।

৩৭। আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটি :

ক) গঠন :

আঞ্চলিক কমিশনার নিম্নলিখিত সদস্য নিয়ে আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবেন :

১. আঞ্চলিক কমিশনার;

২. অতিরিক্ত আঞ্চলিক কমিশনার (স্থানীয়);

৩. আঞ্চলিক সেক্রেটারী;

৪. আঞ্চলিক কোষাধ্যক্ষ;

৫. আঞ্চলিক সদর দফতরের জেলা কমিশনার;

৬. আঞ্চলিক সদর দফতরের স্থানীয় কমিশনার;

৭. যুবানেত্রী (১জন)।

* প্রয়োজন বোধে আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটিতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

খ) ক্ষমতা ও দায়িত্ব :

১. জাতীয় পরিষদ, জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, জাতীয় কমিশনার এবং আঞ্চলিক পরিষদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটি কার্যকরী করতে সচেষ্ট থাকবে;

২. আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটি অঞ্চলের বাজেট অনুমোদন, অঞ্চল, জেলা পরিষদ ও স্থানীয় ভিত্তিক হিসাব ও অডিট-এর তত্ত্বাবধানে থাকবে;

৩. আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটি জাতীয় কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে যে-কোন সদস্যের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

৪. আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটি জেলাগুলোর মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করবে;

৫. বিশেষ প্রয়োজন বোধে আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটি কোর্ট অব অনার সভার মাধ্যমে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান এবং প্রয়োজন বোধে বিধিমত ব্যবস্থা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

৩৮। আঞ্চলিক কমিশনার :

গাইড আন্দোলন সম্পর্কে যাদের ভালো জ্ঞান ও বিশেষ আগ্রহ রয়েছে এবং যারা এ আন্দোলনের ব্যাপারে সময় ব্যয় ও ধৈর্য্য সহকারে কাজ করতে পারবেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে হতে আঞ্চলিক কমিশনার নির্বাচিত হবেন।

দায়িত্ব ও কর্তব্য :

ক) আঞ্চলিক কমিশনার হবেন আঞ্চলিক পরিষদের সভানেত্রী এবং তিনি আঞ্চলিক সদর দফতরের প্রধান নির্বাহীর কার্য সম্পাদন করবেন;

খ) আঞ্চলিক কমিশনার তার কর্তৃত্বাধীন এলাকায় বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের প্রশাসনিক কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যাপারে দায়ী থাকবেন;

গ) আঞ্চলিক কমিশনার তার এলাকায় বছরে একবার আঞ্চলিক পরিষদের বার্ষিক সভার আয়োজন করবেন। অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রতিবেদন জাতীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন;

ঘ) আঞ্চলিক কমিশনার তার অঞ্চলের বাজেট এবং অডিটের জন্য দায়ী থাকবেন;

ঙ) আঞ্চলিক কমিশনার তার অঞ্চলের গাইড দলগুলি পরিদর্শন করবেন এবং গাইড আন্দোলন সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

চ) আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত "কোর্ট অব অনার" সভায় আঞ্চলিক কমিশনার সভানেতৃত্ব করবেন।

৩৯। অতিরিক্ত আঞ্চলিক কমিশনার :

অতিরিক্ত আঞ্চলিক কমিশনার প্রশাসনিক ও গাইড কার্যক্রম সংক্রান্ত সর্ব বিষয়ে আঞ্চলিক কমিশনারকে সাহায্য করবেন। আঞ্চলিক কমিশনারের অনুপস্থিতিতে তিনি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ উনিশ

৪০। জেলা পরিষদ :

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের প্রত্যেকটি প্রশাসনিক জেলায় অন্তত একটি করে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের জেলা পরিষদ থাকবে।

ক) গঠন :

জেলা পরিষদে নিম্নলিখিত সদস্যবর্গ থাকবেন।

১. জেলা কমিশনার সভানেত্রী;

২. স্থানীয় কমিশনার;

৩. সেক্রেটারী;

৪. কোষাধ্যক্ষ;

৫. রেজিস্ট্রিকৃত ঝাঁক, কোম্পানী, ইউনিটের গাইডারগণ;

৬. জেলা সদরের স্থানীয় এসোসিয়েশন হতে চার জন প্রতিনিধি (একজন যুবানেত্রী সহ);

৭. প্রতিটি অন্যান্য স্থানীয় এসোসিয়েশন হতে দুই জন প্রতিনিধি।

খ) কার্যাবলী :

১. জেলা পরিষদ জেলা গাইড কর্মসূচির সম্প্রসারণ, মান উন্নয়ন এবং গাইড কার্যক্রম পরিচালনা করবে;

২. জাতীয় পরিষদ, জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, জাতীয় কমিশনার এবং আঞ্চলিক পরিষদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সচেষ্ট থাকবে;

৩. জেলা পরিষদ জেলায় বাজেট অনুমোদন করবে;

৪. জেলা পরিষদ জেলার বার্ষিক অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকবে।

৪১। জেলা কার্যনির্বাহী কমিটি :

ক) গঠন :

১. জেলা কমিশনার সভানেত্রী;

২. জেলা সেক্রেটারি;

৩. জেলা কোষাধ্যক্ষ;

৪. জেলা সদর দফতরের স্থানীয় কমিশনার;

৫. জেলা সদর দফতরের স্থানীয় চারজন সদস্য;

৬. যুবানেত্রী।

খ) কার্যাবলী :

১. জাতীয় পরিষদ, জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, জাতীয় কমিশনার, আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত জেলা কার্যনির্বাহী কমিটি কার্যকরী করতে সচেষ্ট থাকবে;

২. জেলা কার্যনির্বাহী কমিটি জেলার বাজেট অনুমোদন করবে;

৩. জেলা কার্যনির্বাহী কমিটি জাতীয় কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন সদস্যর বিরুদ্ধে "কোর্ট অব অনার " সভার মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং এই সম্পর্কে আঞ্চলিক কমিশনারকে অবহিত করবে;

৪. জেলা কার্যনির্বাহী কমিটি স্থানীয় ঝাঁক, কোম্পানী, ইউনিটগুলির মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করবে।

৪২। জেলা কমিশনার :

স্থানীয় কমিটির সদস্যাদের মধ্য হতে দীক্ষাপ্রাপ্ত এবং গাইড আন্দোলনের নীতিতে উদ্বুদ্ধ করার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য হতে জেলা সদর স্থানীয় এসোসিয়েশন একজন জেলা কমিশনার নির্বাচিত করবেন। জেলা কমিশনার তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। এই নির্বাচন জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের এক মাস পূর্বে হতে হবে।

৪৩। ক্ষমতা ও দায়িত্ব :

ক) জেলা কমিশনার জেলা পরিষদ ও জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সভানেত্রী হবেন;

খ) জেলা কমিশনার তার জেলায় এই আন্দোলনের বিকাশ সাধন করবেন এবং উন্নয়নে উৎসাহিত করবেন;

গ) তিনি ঝাঁক, কোম্পানী ও রেঞ্জার ইউনিট গুলি পরিদর্শন করবেন এবং গাইড আন্দোলন সম্পর্কিত নির্দেশ পুস্তিকা অনুযায়ী এইগুলি পরিচালনার পরামর্শ দিবেন;

ঘ) তিনি জেলার প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সমূহে গার্ল গাইডস্ প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করবেন। তা ছাড়াও নিজ জেলায় সর্বস্তরের মুক্ত দল গঠনে প্রয়াসী হবেন;

ঙ) তিনি তার এলাকার গার্ল গাইডস্দের বন্ধু ও উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন;

চ) তিনি বয়স্কাউটস্ এবং অন্যান্য যুব সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করবেন;

ছ) তিনি অন্য দেশের অনুসরণে গাইড আন্দোলন জোরদার করবেন এবং আন্দোলনের প্রতি তাদের সক্রিয় আগ্রহ সৃষ্টি করবেন। প্রয়োজন হলে তিনি তার এলাকার যে কোন ঝাঁক, কোম্পানী, ইউনিট এর সদস্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্ত অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবেন এবং অনুরুপ ধরনের তদন্তের ব্যবস্থা করবেন। তদন্ত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে;

জ) জেলা কমিশনার তার এলাকার গাইড সংক্রান্ত কাজের জন্য দায়ী থাকবেন এবং কোনরূপ পরিবর্তন, নতুন নিয়ম বা অন্য কোন প্রশ্ন দেখা দিলে উক্ত বিষয় সম্পর্কে আঞ্চলিক কমিশনারকে যথাযথ সময়ে অবহিত করবেন;

ঝ) তিনি প্রশিক্ষণ সমূহ ও সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে সাময়িকভাবে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকবেন;

ঞ) জেলা কমিশনার স্থানীয় ঝাঁক, কোম্পানি ও ইউনিটগুলির কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করবেন;

ট) জেলা কমিশনার তার জেলার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আঞ্চলিক কমিশনারের পরামর্শ গ্রহণ করবেন এবং গৃহীত পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা সম্পর্কে তাকে অবহিত করবেন;

ঠ) জেলা কমিশনার তার কার্য ও দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য আঞ্চলিক কমিশনার ও জাতীয় কমিশনারের নিকট দায়ী থাকবেন;

ড) জেলা কমিশনার কোনরূপ পরিবর্তন বা নতুন নিয়মের প্রশ্ন দেখা দিলে আঞ্চলিক কমিশনারকে উক্ত ব্যাপারে অবহিত করবেন। এ ব্যাপারে কোন রকম বিতর্ক দেখা দিলে জেলা কমিশনার পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য জাতীয় কমিশনারের নিকট পাঠাবেন;

ঢ) জেলা কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত "কোর্ট অব অনার" সভায় জেলা কমিশনার সভানেতৃত্ব করবেন;

ণ) জেলা কমিশনার জেলা পরিষদের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং অডিট করানোর দায়িত্বে থাকবেন;

ত) কোন গাইডার অন্য কোন এলাকায় চলে গেলে তিনি সেই গাইডার এর বদলী পত্র সংশ্লিষ্ট কমিশনার এর কাছে প্রেরণ করবেন।

অনুচ্ছেদ কুড়ি

৪৪। স্থানীয় এসোসিয়েশন :

প্রত্যেক স্থানে নির্ধারিত ঝাঁক, কোম্পানী, ইউনিটের গাইডার এবং গাইড আন্দোলনে উৎসাহিত মহিলাদের সমন্বয়ে একটি স্থানীয় এসোসিয়েশন গঠিত হবে। স্থানীয় এসোসিয়েশনে অন্তর্ভুক্ত উৎসাহী মহিলাদের অবশ্যই পরবর্তী সময়ে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

স্থানীয় পরিষদ :

বাংলাদেশের প্রতিটি প্রশাসনিক উপজেলায় একটি করে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের স্থানীয় পরিষদ থাকবে।

(ক) গঠন :

স্থানীয় পরিষদে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ থাকবেন-

১. স্থানীয় কমিশনার-সভানেত্রী;

২. সেক্রেটারী;

৩. কোষাধ্যক্ষ;

৪. এন্ট্রি, রেজিস্ট্রিকৃত ঝাঁক, কোম্পানী, ইউনিটের গাইডারগণ;

৫. স্থানীয় এসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত স্থানীয় উৎসাহী মহিলাগণ;

৬. যুবানেত্রী।

৪৫। স্থানীয় এসোসিয়েশনের কর্তব্য :

ক) ঝাঁক, কোম্পানী ও ইউনিটগুলি তাদের প্রশিক্ষণ কাজের দায়িত্ব ও উদ্দেশে হস্তক্ষেপ না করে জেলায় সাধারণ ভাবে এই আন্দোলনকে উৎসাহিত করা;

খ) গাইডার হিসেবে কাজ করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রদান করা;

গ) স্থানীয় ইউনিট, কোম্পানী ও ঝাঁকে কাজ করার জন্য গাইডারদের উৎসাহিত করা এবং তাদের মতে কোন গাইডার সন্তোষজনক ভাবে কাজ না করলে কমিশনারকে তা অবগত করা;

ঘ) ইউনিট, কোম্পানী বা ঝাঁক এর হিসাব পরীক্ষা করার ব্যাপারে সাহায্য করা।

৪৬। স্থানীয় এসোসিয়েশন এর কার্যনির্বাহী কমিটি :

সংশ্লিষ্ট এলাকায় গাইড আন্দোলন ও বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য স্থানীয় এসোসিয়েশনে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে। স্থানীয় এসোসিয়েশনের সদস্যগণ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করবেন। এই কমিটিতে গাইডারদের নির্বাচিত করা যেতে পারে তবে তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ হতে পারবেন না।

ক) গঠন :

কার্যনির্বাহী কমিটিতে নিম্নলিখিত সদস্যবর্গ থাকবেন :

১. স্থানীয় কমিশনার-সভানেত্রী;

২. সেক্রেটারী-সদস্য;

৩. কোষাধ্যক্ষ-সদস্য;

৪. কমপক্ষে চারজন সদস্য। (কমপক্ষে ১জন যুবানেত্রী)

খ) কার্যাবলী :

১. উক্ত কমিটি নিজ এলাকায় সকল কাজের জন্য দায়ী থাকবেন;

২. জাতীয় পরিষদ, জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, জাতীয় কমিশনার এবং আঞ্চলিক পরিষদের বিভিন্ন সিদ্ধান্তবলী কার্যনির্বাহী কমিটি কার্যকর করতে সচেষ্ট থাকবে;

৩. বিজ্ঞপাখি ও ক্যাপ্টেন, স্থানীয় এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচিত সদস্য হতে পারবেন। তবে যতজন বিজ্ঞপাখি ও ক্যাপ্টেন সদস্য হিসেবে থাকবেন এসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যের সংখ্যা তার চেয়ে বেশী হবে যাতে করে অভিভাবিকার ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব যথেষ্ট সংখ্যায় নিশ্চিত করা যায়;

৪. স্থানীয় এসোসিয়েশনের পক্ষে কার্যনির্বাহী কমিটি দৈনন্দিন বিস্তারিত কাজের দায়িত্বে থাকবে;

৫. স্থানীয় এসোসিয়েশন রেজিস্ট্রিকৃত হওয়ার পর জেনারেল সেক্রেটারী এসোসিয়েশনকে নিবন্ধন প্রদান করবে;

৬. স্থানীয় এসোসিয়েশনের সদস্যরা তিনটি প্রতিজ্ঞা করে থাকলে স্থানীয় কমিটির বিশেষ ব্যাজ পরিধান করতে পারবে;

৭. স্থানীয় এসোসিয়েশনকে আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হতে হবে;

৮. উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দাতা বা পরিক্ষক ইত্যাদি নিয়োগ করার ব্যাপারে স্থানীয় কমিশনারকে সহায়তা করতে হবে;

৯. দক্ষতা ব্যাজের প্রার্থীকে পরীক্ষা করার জন্য ব্যাজ কমিটি করা এবং জেলা কমিশনারকে এ ব্যাপারে সহায়তা করা এবং স্থানীয় গাইডার, রেঞ্জার, গাইড ও হলদে পাখিদের এ্যাওয়ার্ড প্রদানের ব্যাপারে তার কাজে সুপারিশ করার জন্য দায়ী থাকা।

৪৭। স্থানীয় কমিশনার

স্থানীয় কমিশনার সদস্যদের মধ্যে হতে দীক্ষাপ্রাপ্ত এবং গাইড আন্দোলনের নীতিতে উদ্বুদ্ধ করার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য হতে জেলা সদর স্থানীয় এসোসিয়েশন একজন স্থানীয় কমিশনার নির্বাচিত করবেন। স্থানীয় কমিশনার তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। এই নির্বাচন জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের এক মাস পূর্বে হতে হবে।

৪৮। ক্ষমতা ও দায়িত্ব :

ক) স্থানীয় কমিশনার স্থানীয় পরিষদ ও স্থানীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভানেত্রী হবেন;

খ) স্থানীয় কমিশনার তার কর্তৃত্বাধীন এলাকায় এই আন্দোলনের বিকাশ সাধন, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণে উৎসাহিত করবেন;

গ) তিনি ঝাঁক, কোম্পানী ও রেঞ্জার ইউনিটগুলি পরিদর্শন করবেন এবং গাইড আন্দোলন সম্পর্কিত নির্দেশ পুস্তিকা অনুযায়ী এইগুলি পরিচালনার পরামর্শ দিবেন;

ঘ) তিনি স্থানীয় প্রধান, প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সমূহে গার্ল গাইডস্ প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করবেন। তিনি তার এলাকায় সর্বস্তরের মুক্ত দল গঠনে সহায়তা করবেন;

ঙ) তিনি তার এলাকায় গাইডদের বন্ধু ও উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন;

চ) তিনি বয় স্কাউটস্ এবং অন্যান্য যুব সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করবেন;

ছ) তিনি অন্যান্য দেশের অনুসরণে গাইড আন্দোলন জোরদার করবেন এবং আন্দোলনের প্রতি তার সক্রিয় আগ্রহ সৃষ্টি করবে;

জ) প্রয়োজন হলে তিনি তার এলাকায় যে কোন ঝাঁক, কোম্পানী, ইউনিটের সদস্যদের আনুষ্ঠানিক ভাবে তদন্ত অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবেন এবং এই ধরণের তদন্ত ব্যবস্থা করবেন। তবে তদন্ত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে;

ঝ) স্থানীয় কমিশনার তার এলাকায় গাইড সংক্রান্ত কাজের জন্য দায়ী থাকবেন এবং কোনরূপ পরিবর্তন নতুন নিয়ম বা অন্য কোন প্রশ্ন দেখা দিলে সে সম্পর্কে জেলা এবং আঞ্চলিক কমিশনারকে যথা সময়ে অবহিত করবেন;

ঞ) তিনি প্রশিক্ষণ সপ্তাহ ও সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকবেন;

ট) স্থানীয় ঝাঁক, কোম্পানী ও ইউনিটগুলির কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করবেন;

ঠ) স্থানীয় কমিশনার তার নিজ এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জেলা কমিশনার, আঞ্চলিক কমিশনার ও জাতীয় কমিশনারের নিকট দায়ী থাকবেন;

ড) স্থানীয় কমিশনার কোন রকম পরিবর্তন, নতুন নিয়ম, কোন প্রশ্ন দেখা দিলে জেলা কমিশনারকে উক্ত ব্যাপারে অবহিত করবেন। এ ব্যাপারে কোন রকম বিতর্ক দেখা দিলে স্থানীয় কমিশনার পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য বিষয়টি জাতীয় কমিশনারের নিকট পাঠাবেন;

ঢ) স্থানীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত 'কোর্ট অব অনার' সভায় স্থানীয় কমিশনার সভানেতৃত্ব করবেন;

ণ) স্থানীয় কমিশনার তার এলাকায় বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের প্রশাসন ও কর্মসূচি কার্যকর করার জন্য দায়ী থাকবেন;

ত) বছরের শুরুতে স্থানীয় কমিশনার ঝাঁক, কোম্পানী ও ইউনিট এর রেজিস্ট্রেশন, বিশ্ব চিন্তা দিবস, ক্যাপিটেশন চাঁদা জাতীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করার বিষয়ে তৎপর থাকবেন।

অনুচ্ছেদ একুশ

৪৯। বিষয় সম্পত্তি :

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন এর কোন শাখা ইউনিট বা স্থানীয় কর্তৃক অর্জিত যে-কোন স্থাবর বা অস্থাবর বিষয় সম্পত্তির একমাত্র মালিক বা অধিকারী হবে। শুধুমাত্র এসোসিয়েশনের স্বার্থেই এই সমস্ত স্থাবর বা অস্থাবর বিষয় সম্পত্তি দখল, হস্তান্তর বা বিক্রয় এর পূর্ণ ক্ষমতা কেবল এসোসিয়েশনেরই থাকবে। বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন একটি সম্পূর্ণভাবে অরাজনৈতিক সংস্থা বিধায় এর কোন সম্পত্তিই রাজনৈতিক দল বা সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত হবে না। বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল চুক্তিপত্র ইত্যাদিতে জাতীয় কমিশনারের প্রতি স্বাক্ষর থাকবে।

অনুচ্ছেদ বাইশ

৫০। কোর্ট অব অনার ঃ

বিশেষ প্রয়োজন বোধে কোর্ট অব অনার বা গোপন সভার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত বিশেষ কোন সমস্যার সমাধান এবং প্রয়োজনে বিধিমত ব্যবস্থা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। গাইড এর সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ প্রয়োজনে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান কল্পে কোর্ট অব অনার এর সাহায্য নেয়া যাবে।

অনুচ্ছেদ তেইশ

৫১। সদস্যপদ বাতিল ঃ

যদি কোন সদস্য গাইড আন্দোলনের নীতি ও স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেন তবে জাতীয় কমিশনার আইন অনুসারে তার সদস্যপদ বাতিল করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ চব্বিশ

৫২। আপীলের অধিকার ঃ

প্রত্যেক গাইড সদস্য এবং গাইডের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আপীলের অধিকার থাকবে। প্রয়োজন বোধে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জাতীয় কমিশনারের নিকট আপীল করা যাবে । জাতীয় কমিশনার এর রায়ের বিরুদ্ধে কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট আপীল করা যাবে।

অনুচ্ছেদ পঁচিশ

৫৩। বিধি ও উপ-বিধি সংশোধনী :

গঠনতন্ত্র কিংবা উপ - বিধির যে কোন সংশোধনী প্রস্তাব জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কমপক্ষে একমাস পূর্বে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারীর কাছে পাঠাতে হবে। জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা জাতীয় পরিষদের বার্ষিক সভার আগেই অনুষ্ঠিত হবে। জেনারেল সেক্রেটারী কার্যনির্বাহী কমিটির সভার প্রস্তাবিত সংশোধনী পরীক্ষা করে দেখার জন্য উপস্থাপন করবেন। জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশ সংশোধনী অনুমোদন করলে তা জাতীয় পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা যাবে। সভায় উপস্থিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সংশোধনী প্রস্তাবটি পাস হলে সংশোধনটি গৃহীত হবে।

অনুচ্ছেদ ছাব্বিশ

৫৪। এসোসিয়েশন বাতিলকরণ :

কেবলমাত্র এই উদ্দেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের বিশেষ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের উপস্থিত এবং অনুমোদনক্রমে এসোসিয়েশন বাতিল হয়ে যেতে পারে। এই অধিবেশনের 'কোরাম' ভোট দানকারী মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ হতে হবে। এই সভায় জাতীয় পরিষদ উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ হতে হবে। এই সভায় জাতীয় পরিষদ উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ ভোট দান এর মাধ্যমে সম্মতি আদায় করে এসোসিয়েশনের সম্পত্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এসোসিয়েশন বাতিল সম্পর্কিত বিশেষভাবে আহুত সভায় যদি কার্যকর সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না থাকেন অর্থাৎ কোরাম গঠন না হয় তবে পরবর্তী সভা এক মাসের মধ্যে ডাকা হবে এবং উপস্থিত সদস্যগণ কোরাম গঠন করতে পারবেন।